



সম্পাদকীয় রীতিনীতি

বিশপ

GARLAND F. BYERS, JR., J.D., D.D.

জাতিগণের জন্য বিশপ, প্রেরিতিক দায়িত্বভারের অধীনে



স্বর্গরাজ্যের লেখকের লেখাগুলি নিচে বর্ণিত রীতিনীতি অনুসরণ করে। এগুলি এখানে এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেন প্রত্যেক পাঠক জানতে পারেন শাস্ত্র ও অন্যান্য প্রামাণ্য উৎস কীভাবে উদ্ধৃত করা হয়, কেন বিশেষ বিশেষ উৎসের উল্লেখ করা হয়, এবং এই পাতাগুলিতে ব্যবহৃত চিহ্ন ও রূপগুলির অর্থ কী।

পবিত্র শাস্ত্র

শাস্ত্র কখনও পরিবর্তন করা হয় না। শাস্ত্র হুবহু উদ্ধৃত করা হয়, উদ্ধৃত সংস্করণে যেমন ছাপা আছে ঠিক তেমনই, এবং কোনো অবস্থাতেই, কোনো কারণেই তা কখনও পরিবর্তন করা হয় না। কোনো শব্দ, অক্ষর বা যতিচিহ্ন যোগ করা, বাদ দেওয়া বা বদলানো হয় না, এবং তার ভিতরে জোর দেওয়ার বা মুদ্রণসজ্জার কোনো চিহ্ন বসানো হয় না। যেখানে ছাপা পাঠে ব্যাকরণ, বানান বা মুদ্রণের কোনো ভুল আছে বলে মনে হয়, সেখানেও তা ঠিক যেমন আছে তেমনই রাখা হয়। শাস্ত্র পবিত্র, এবং সংশোধনের অজুহাতে তার প্রতি কিছুই করা হয় না। যেখানে বিশপ কোনো অংশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে চান, সেখানে তিনি তা উদ্ধৃতির বাইরে, নিজের ভাষায় করেন।

ব্যবহৃত বাইবেল। ইংরেজিতে শাস্ত্র উদ্ধৃত করা হয় কিং জেমস ভার্সন (King James Version; 1769 সালের প্রামাণিক পাঠ, অ্যাপোক্রিফা সহ) থেকে। অন্য প্রতিটি ভাষায় শাস্ত্র উদ্ধৃত করা হয় সেই ভাষায়, যে ভাষায় পাঠক পড়ছেন, পবিত্র বাইবেলের কোনো প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত সংস্করণ থেকে; ইংরেজি থেকে তা কখনও নতুন করে অনুবাদ করা হয় না। যেখানেই সম্ভব, কোনো স্বীকৃত বাইবেল সোসাইটির সরকারি সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত করার সব রকম চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বত্র পাবলিক ডোমেইন সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে, মূলত কপিরাইটের প্রশ্ন এবং কপিরাইট-যুক্ত সংস্করণ ব্যবহারের অনুমতির জন্য অপেক্ষা এড়াতে। তবুও কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে তা বিবেচনাসম্মত ও প্রয়োজনীয় ছিল, সেই ভাষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বাইবেল সোসাইটির

কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। যে সংস্করণগুলি এখনও কপিরাইটের অধীন, সেগুলি তাদের প্রকাশকদের অনুমতিক্রমে ব্যবহার করা হয়, সেই অনুমতি সরাসরি দেওয়া হোক বা প্রকাশকের প্রকাশিত লাইসেন্সের মাধ্যমে, অথবা যেখানে আইন অনুমতি দেয়, ন্যায্য ব্যবহার (fair use) হিসেবে।

সংস্করণের নাম দেওয়া হয়। শাস্ত্রের প্রতিটি উদ্ধৃতির সঙ্গে সেই সংস্করণের নাম দেওয়া হয় যেখান থেকে তা উদ্ধৃত, যেমন ইংরেজিতে “(KJV)”, জার্মানে “(Luther 1912)”, বা বাংলায় “(IRV)”।

পদের সংখ্যা। কোনো কোনো বাইবেল কিছু পদের সংখ্যা ভিন্নভাবে দেয়, বিশেষ করে গীতসংহিতায়। প্রতিটি ভাষা তার নিজের বাইবেলের সংখ্যা অনুসারে উল্লেখ করে, তাই একই অংশের ইংরেজি উল্লেখ থেকে কোনো উল্লেখ সামান্য ভিন্ন হতে পারে।

খ্রীষ্টের বাক্য। খ্রীষ্টের বাক্য, তাদের উদ্ধৃতিচিহ্ন সহ, লাল রঙে ছাপা হয়, বিশপ যেমন তা নির্ধারণ করেন। কয়েকটি অংশে খ্রীষ্ট নিজে কথা বলছেন না সুসমাচার-লেখক, তা নিয়ে মতভেদ আছে, যেমন যোহন 3:16-এ; এমন অংশ কালো রঙেই রাখা হয়।

ভিন্ন ধর্মশাস্ত্র-তালিকার (ক্যানন) বই। সব মণ্ডলী একই বইগুলিকে শাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে না। যে বই কিছু মণ্ডলীতে গৃহীত এবং অন্যগুলিতে নয়, যেমন অ্যাপোক্রিফার বা ইথিওপীয় অর্থোডক্স তেওয়াহেদো ক্যাননের বইগুলি, তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে, এবং সেই উদ্ধৃতি তার ক্যানন-গত মর্যাদা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত বোঝায় না।

প্রামাণিকতার ক্রম

উৎসগুলিকে প্রামাণিকতার নিচের ক্রম অনুসারে, সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত, বিচার করা হয়। প্রত্যেক লেখক বা লেখাকে সেই সর্বোচ্চ শ্রেণিতে রাখা হয় যার জন্য তা যোগ্য; কোনো বিশ্বাস-সূত্রকে (ক্রীড) যে পরিষদ তা গ্রহণ করেছিল তার সঙ্গে রাখা হয়, তবে প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রকে নবম শ্রেণিতে এবং আখানাসীয় বিশ্বাস-সূত্রকে একাদশ শ্রেণিতে রাখা হয়।

1. খ্রীষ্টের বাক্য, শাস্ত্রের যেকোনো স্থানে যেমন লিপিবদ্ধ আছে।
2. প্রেরিতদের লেখা: মথি; যোহন; 1, 2 ও 3 যোহন; প্রকাশিত বাক্য; পৌলের তেরোটি পত্র; এবং 1 ও 2 পিতর।
3. নতুন নিয়মের অন্যান্য লেখা: মার্ক, লুক, প্রেরিতদের কার্য, ইব্রীয়, যাকোব ও যিহুদা।
4. পুরাতন নিয়ম, 1611 সালের কিং জেমস ভার্সনে যেমন ছাপা হয়েছিল সেই অ্যাপোক্রিফা সহ।
5. প্রেরিতিক পিতৃগণ, প্রেরিতদের পরবর্তী প্রজন্মের (আনুমানিক 95–150 খ্রিস্টাব্দ)।
6. নিকেয়া-পূর্ব পিতৃগণ, নিকেয়ার পরিষদের (325 খ্রিস্টাব্দ) আগের।

7. নিকেয়া ও নিকেয়া-উত্তর পিতৃগণ, মরুপ্রান্তরের পিতৃগণ সহ।
8. সাতটি বিশ্বজনীন পরিষদ, যেগুলি পূর্ব ও পশ্চিম উভয়েই গ্রহণ করেছে, প্রতিটি যে বিশ্বাস-সূত্র ও সংজ্ঞা গ্রহণ করেছিল সেগুলি সহ।
9. পরবর্তী পরিষদসমূহ, যেগুলি পূর্ব ও পশ্চিম উভয়ে গ্রহণ করেনি।
10. সাধুগণ: এমন যেকোনো ব্যক্তির লেখা, যাঁকে মণ্ডলী, পূর্বে বা পশ্চিমে, সাধু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যাঁকে কোনো উচ্চতর শ্রেণিতে রাখা হয়নি।
11. বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি, প্রশ্নোত্তরমালা (ক্যাটেকিজম), এবং পোপ ও প্যাট্রিয়ার্কদের দলিল।
12. উপাসনা-বিধির পাঠ, যেমন প্রাচীন উপাসনা-বিধিগুলি এবং Book of Common Prayer (সাধারণ প্রার্থনার বই)।
13. সাধু হিসেবে ঘোষিত নন এমন ঐতিহাসিক খ্রিস্টীয় লেখকগণ।
14. প্রাচীন ক্যানন-বহির্ভূত ও অ-খ্রিস্টীয় উৎস, যেমন ছদ্মনামী রচনাবলি (সিউডেপিগ্রাফা), মৃত সাগরের পুঁথি, জোসেফাস, এবং গ্রিক-রোমান ইতিহাসবিদগণ।
15. আধুনিক গবেষণা।
16. সহায়ক গ্রন্থ, যেমন অভিধান ও শব্দানুক্রমণিকা, যেগুলি প্রামাণ্য উৎস হিসেবে নয়, বরং উপকরণ হিসেবে কাজ করে।

উৎস নির্বাচন

কোনো সমর্থন বোঝানো হয় না। কোনো পোপীয় পরিপত্রের (এনসাইক্লিক্যাল), বা কোনো এক সম্প্রদায়ের লেখকের যেকোনো রচনার, বা অন্য কোনো মণ্ডলীর পরিবর্তে কোনো এক মণ্ডলীর রচনার উল্লেখ সেই সম্প্রদায় বা মণ্ডলীর প্রতি কোনো সমর্থন বোঝায় না, কোনো রকম পক্ষপাতও বোঝায় না। কোনো অংশ কেবল এই কারণেই নির্বাচিত হয় যে বিশপ সেই নির্দিষ্ট উৎসের সেই নির্দিষ্ট অংশটিকে আলোচ্য বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ বলে বিবেচনা করেছেন, অন্য কোনো কারণে নয়। কোনো সম্প্রদায়কেই এগিয়ে নেওয়া বা বাধা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

সত্য যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই। বিশপ মনে করেন, সত্য সেখানেই, যেখানে কেউ তা খুঁজে পায়। তাই তিনি জাগতিক উৎস, এবং এমন রচনাও উদ্ধৃত করতে পারেন যা ক্যানন-বহির্ভূত বা যা নিয়ে মণ্ডলীগুলির মধ্যে এখনও বিতর্ক আছে। তিনি তা করেন কারণ লেখক হিসেবে তিনি উদ্ধৃত অংশটিকে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ বলে বিবেচনা করেছেন, এবং নিজে নিশ্চিত হয়েছেন যে তিনি যা বলছেন তা সত্য।

উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র

উদ্ধৃতি হুবহু হয়। উদ্ধৃতিচিহ্নের ভিতরের শব্দগুলি সবসময় উল্লিখিত উৎসের হুবহু শব্দ। কোনো উৎসের ভাবার্থকে কখনও উদ্ধৃতির মতো করে দেওয়া হয় না। যেখানে কোনো উৎসের সঠিক শব্দ যাচাই করা যায় না, সেখানে তা উদ্ধৃত করা হয় না।

বর্জনচিহ্ন ও বন্ধনী। বর্জনচিহ্ন (...) দেখায় যে উদ্ধৃতিটি মূলের কোনো বাক্যের মাঝখান থেকে শুরু বা শেষ হয়েছে, অথবা কিছু শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতির ভিতরে তৃতীয় বন্ধনীতে থাকা শব্দগুলি উদ্ধৃত সংস্করণে যেমন আছে তেমনই দেওয়া হয়। শাস্ত্রের কোনো উদ্ধৃতিতে কখনও কিছু যোগ করা হয় না।

প্রান্তটীকায় সম্পূর্ণ পাঠ দেওয়া হয়। কোনো লেখায় উল্লিখিত প্রতিটি প্রামাণ্য উৎস তার প্রান্তটীকায় সম্পূর্ণভাবে, উৎসের হুবহু শব্দে, দেওয়া হয়, যেন পাঠক কেবল একটি উল্লেখের বদলে সেই উৎসটিকেই পড়তে পারেন।

তথ্যসূত্র। যেখানে কোনো ব্যতিক্রম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ছাড়া, তথ্যসূত্র ও বিন্যাস Chicago Manual of Style (শিকাগো রচনাশৈলী নির্দেশিকা) অনুসরণ করে, যা এখানে প্রকাশিত ধরনের ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক লেখার জন্য সাধারণভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি। স্বর্গরাজ্যের লেখকের লেখাগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে, এবং নিচের কারণগুলিতে, এই বিষয়গুলিতে তা থেকে ভিন্ন:

1. ঈশ্বরকে নির্দেশকারী সর্বনামগুলি বড় হাতের অক্ষরে শুরু হয় (He, Him, His), তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দগুলিও, যেমন “His right hand” (তাঁর ডান হাত)। শিকাগো সাধারণত সেগুলিকে ছোট হাতের অক্ষরে রাখে। এখানে শ্রদ্ধার কারণে সেগুলি বড় হাতের অক্ষরে শুরু করা হয়। (এই নিয়ম বড় হাতের অক্ষরযুক্ত লিপিতে লেখা ভাষার পাতায় প্রযোজ্য।)
2. আংশিক উদ্ধৃতিতে বর্জনচিহ্ন রাখা হয়। শিকাগো সাধারণত উদ্ধৃতির শুরু বা শেষের বর্জনচিহ্ন বাদ দেয়। এখানে তা রাখা হয়, যেন পাঠক সবসময় জানতে পারেন কখন কোনো উদ্ধৃতি, এবং সর্বোপরি শাস্ত্রের কোনো উদ্ধৃতি, পুরো বাক্যটি দেয় না।
3. প্রান্তটীকায় প্রতিটি উল্লিখিত প্রামাণ্য উৎসের সম্পূর্ণ পাঠ দেওয়া হয়, কেবল উল্লেখ নয়। এটি করা হয় যেন পাঠক সেই উৎসটিকেই পড়তে পারেন।
4. খ্রীষ্টের বাক্য লাল রঙে ছাপা হয়, তাদের উদ্ধৃতিচিহ্ন সহ, লাল-অক্ষরের বাইবেলের দীর্ঘ প্রথা অনুসারে, যেন প্রভুর বাক্য আলাদা করে চোখে পড়ে।
5. যীশুকে নির্দেশকারী “Lord” (প্রভু) শব্দটি ছোট আকারের বড় হাতের অক্ষরে (small capitals) রাখা হয় বিশপের নিজের গদ্যে, কিন্তু শাস্ত্রের ভিতরে কখনও নয়, শ্রদ্ধার কারণে। (এই নিয়ম বড় হাতের অক্ষরযুক্ত লিপিতে লেখা ভাষার পাতায় প্রযোজ্য।)

অন্যান্য ভাষায় মণ্ডলীর পিতৃগণ। যেখানে মণ্ডলীর কোনো পিতাকে কোনো ইংরেজি সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত করা হয়, সেখানে অন্য ভাষার পাতায় সেই উদ্ধৃতি সেই ইংরেজি সংস্করণ থেকে অনুবাদ করা হয় এবং তা উল্লেখ করা থাকে, যেমন “(ANF 1-এর ইংরেজি পাঠ থেকে অনূদিত)”।

ভাষা ও রচনাইলী

ত্রদ্বাসূচক বড় হাতের অক্ষর। ঈশ্বরকে নির্দেশকারী সর্বনামগুলি বড় হাতের অক্ষরে শুরু হয় (He, Him, His), এবং একই অর্থে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দগুলিও, যেমন যখন বলা হয় যে খ্রীষ্ট তাঁর ডান দিকে বসে আছেন। এই নিয়ম বড় হাতের অক্ষরযুক্ত লিপিতে লেখা ভাষার পাতায় প্রযোজ্য; বাংলা লিপিতে বড় ও ছোট হাতের অক্ষরের পার্থক্য নেই।

ছোট আকারের বড় হাতের অক্ষরে “প্রভু”। বিশপের নিজের গদ্যে “Lord” (প্রভু) শব্দটি, যখন তা খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে, বড় হাতের অক্ষরে লেখা প্রতিটি ভাষায় ছোট আকারের বড় হাতের অক্ষরে (small capitals) রাখা হয়। শাস্ত্রের ভিতরে কখনও এমন করা হয় না। বাংলা লিপিতে বড় হাতের অক্ষর নেই, তাই বাংলা পাতায় “প্রভু” সাধারণভাবেই লেখা হয়।

অন্যান্য বড় হাতের অক্ষর। বড় হাতের অক্ষরে লেখা ভাষাগুলিতে “Kingdom” (ঈশ্বরের রাজ্য ও স্বর্গরাজ্য), “Kingdom Scribe” (স্বর্গরাজ্যের লেখক), “Scripture” (শাস্ত্র), “the Church” (অর্থাৎ খ্রীষ্টের সমগ্র দেহ, মণ্ডলী) এবং “the Holy Spirit” (পবিত্র আত্মা) বড় হাতের অক্ষরে শুরু হয়।

বানান ও যতিচিহ্ন। ইংরেজি পাতাগুলিতে আমেরিকান বানান ব্যবহৃত হয়। সেমিকোলন দিয়ে আলাদা করা কোনো তালিকায় শেষ বিষয়টির আগে “; এবং” বসে।

উপাধি। উপাধিগুলি সম্বোধনের রূপ হিসেবে দেওয়া হয়, মর্যাদার দাবি হিসেবে নয়, এবং সেগুলি সংযতভাবে রাখা হয়।

নাম। সাধু, পোপ, প্যাট্রিয়ার্ক ও অন্যান্য বিশপদের নাম সেই রূপে দেওয়া হয় যা তাঁদের নিজেদের মণ্ডলীতে প্রচলিত বা পাঠকের ভাষায় প্রথাগত। বেছে নেওয়া রূপটি মণ্ডলীগুলির মধ্যে কোনো পক্ষপাত বোঝায় না।

অনুবাদ। ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষার পাতাগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে অনুবাদ করা হয়, এবং ইংরেজি পাঠই প্রামাণিক পাঠ। দেখুন [অনুবাদ ও কর্তৃত্ব বিষয়ে একটি টীকা](#)।

ওয়েবসাইট

ছবি। কেবল পাবলিক ডোমেইনে থাকা বা এমন ব্যবহারের জন্য মুক্তভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছবিই দেখানো হয়, এবং প্রতিটির সঙ্গে পরিচিতি-লেখা ও কৃতিত্ব-স্বীকার দেওয়া থাকে।

নম্বর, তারিখ ও সংশোধন। প্রকাশনাগুলি নম্বর ও তারিখযুক্ত। স্থায়ী পাতাগুলি যথাস্থানে সংশোধন করা হতে পারে, এবং কোনো সংশোধিত পাতায় তার সর্বশেষ সংশোধনের তারিখ দেখানো হতে পারে, যেন পাঠক জানতে পারেন তিনি কোন সংস্করণটি পড়ছেন।

সংশোধনী। যে পাঠকেরা কোনো ভুল খুঁজে পান, এবং সর্বোপরি শাস্ত্রের কোনো উদ্ধৃতিতে কোনো ভুল, তাঁদের মূল পাতায় দেওয়া ঠিকানায় লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ভুল সংশোধন করা হয়।

সংক্ষেপ

KJV	কিং জেমস ভার্সন (King James Version; 1769 সালের প্রামাণিক পাঠ)
ANF	Ante-Nicene Fathers (নিকেয়া-পূর্ব পিতৃগণ), সম্পাদক Alexander Roberts ও James Donaldson, তার পরে খণ্ড-সংখ্যা
NPNF2	Nicene and Post-Nicene Fathers (নিকেয়া ও নিকেয়া-উত্তর পিতৃগণ), দ্বিতীয় ধারা, সম্পাদক Philip Schaff ও Henry Wace, তার পরে খণ্ড-সংখ্যা
Easton	Burton Scott Easton, The Apostolic Tradition of Hippolytus (1934)
খ্রিস্টাব্দ	লাতিন Anno Domini, আমাদের প্রভুর বছরে
আনুমানিক	লাতিন circa, প্রায়

সর্বশেষ সংশোধন: 7 অক্টোবর 2026



এই পাতায় বাংলায় উদ্ধৃত সমস্ত বাইবেল-পদ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই ইন্ডিয়ান রিভাইজড ভার্সন (IRV) - বেঙ্গলী থেকে নেওয়া হয়েছে। পাঠ: ebible.org/benirv। পদগুলির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে; উপবৃত্ত-চিহ্ন (...) বাদ দেওয়া অংশ নির্দেশ করে। বাইবেলের পাঠে অন্য কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

copyright © 2018, 2019 Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the [Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).